R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১লা মাঘ বুধবার, ১৪০৩ সাল।
১৫ই জানুয়ারী, ১৯৯৭ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

চরে চাষ করা ফসল পুলিশের সাহায্যে ক্ষমতাবানরা কেটে নিচ্ছে বলে অভিযোগ

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ব্লক ২ এর অন্তর্গত চর ফিরোজপুর, রামদেবপুর, গিরিয়া, মারকল, কারখানা ও সাহিজপুর ইত্যাদি ১৭টি মৌজায় এতাবৎকাল পৈতৃক সূত্রে জমি পেয়ে সেখানকার চাষীরা চাষ করে ভোগ দখল করে আসছে। হঠাৎ এ বছর এককড়ি ঘোষ, জিতু ঘোষ, সুধীর ঘোষ, ডাবু রায়, সন্তোষ সিংহ রায় ও হুমায়ুন সেখ প্রমুখ কয়েকজন জোর জবরদস্তি অন্যদের চাষ করা ঐ ফসল কেটে নিচ্ছে। পুলিশও এই সব ক্ষমতাবানদের সাহায্য করছে বলে জানা যায়। থানার ওসি বা এসডিপিওকে জানিয়েও কোন ফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত এসডিওকে জানালে তিনি তদন্ত করে ১৪৫ ধারা মোতাবেক ওসিকে রিসিভার করে ফসল রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেন। কিন্তু ওসি রিসিভার হওয়া সত্ত্বেও (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বোমায় নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে কংগ্রেসের বন্‌ধ

জঙ্গিপুর ঃ গত ১০ জানুয়ারী জঙ্গিপুর এলাকার ধনপতনগরের সীতানাথ মণ্ডল (৬৯) তরকারী বিক্রির জন্য জঙ্গিপুর বাজারে আসার পথে দুষ্কৃতিদের বোমার আঘাতে নিহত হন। খবর সীতানাথ ঐ পথে সাইকেলে বেগুন নিয়ে বাজারে আসছিলেন। সেই সময় দুষ্কৃতিরা তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর তিনটি বোমা ছোঁড়ে। প্রথম আঘাতেই সীতানাথ সাইকেল থেকে পড়ে যান। পরবর্তী দুটি বোমা তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। জানা যায় এই বিবাদ বহুকাল থেকে চলে আসা রাজনৈতিক গোলমালের ফল। ধনপতনগরের নানকা মণ্ডলের দল এই হত্যা করে বলে জানা যায়। গত বছর নানকার লোকজন সীতানাথের ভাইপোকে তেঘরীর কাছে বাস থেকে নামিয়ে পা কেটে নেয়। নানকা ধনপতনগরের একজন প্রভাবশালী সিপিএম কর্মী। কিন্তু গত নির্বাচনে কংগ্রেস ঐ গ্রামে প্রভাব বাড়াতে সক্ষম হলে নানকা গ্রাম ছাড়া হয়ে জঙ্গিপুর বাবুবাজারে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর আরবান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৮ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ শহরের দরবেশপাড়ায় মুর্শিদাবাদ জেলা সেনট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অনুমোদিত জঙ্গিপুর আরবান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির উদ্বোধন হলো। উদ্বোধন করলেন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের জেলা সভাপতি শেখর সাহা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল ; বিশেষ অতিথি রঘুঃ ১নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল, উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিক্ষক মানিক চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা। স্থানীয় কো-অপাঃ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পুষ্পিতারঞ্জন মুখার্জী, জঙ্গিপুরের পুরপতি তথা আরবান কোঃ-অপারেটিভ সোসাইটির সভাপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক নিমাই সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিন ৩ জন কর্মী নিয়ে ব্যাঙ্কের কাজ শুরু হয়। রবিবার নিয়ে সপ্তাহের সাত দিন অফিস খোলা থাকবে বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। (২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শহরের মধ্যে দুর্বৃত্তদের বোমা-গুলির শিকার স'মিলের মালিক পরিবার

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১২ জানুয়ারী রাতে একদল দুর্বৃত্ত পিস্তল বোমা প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শহরের হাসপাতালের কাছে বাগানবাড়ী এলাকায় একটি স'মিলের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। মিলের মালিক শ্যামজী প্যাটেল (৬০), তাঁর স্ত্রী রতনবেন প্যাটেল (৫০) এবং পুত্র মনিলাল প্যাটেল (২৭) দুর্বৃত্তদের হাতে মারাত্মকরূপে জখম হন। তাঁদের জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে বহরমপুরে পাঠানো হয়। দুর্বৃত্তরা মিলের মালিকের নগদ টাকা বা গয়নাপত্র সে রকম নিয়ে না যাওয়ায় পুলিশ এটিকে প্রতিশোধমূলক আক্রমণ বলে সন্দেহ করছে। প্রায় আধঘণ্টা ধরে বোমা গুলি ফাটিয়ে এই আক্রমণ চললেও আশপাশের কেউ বাধা দিতে আসেনি বলে খবর। খবর লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলে জানা যায়।

বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চতর মাধ্যমিকের ৮০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ ঃ বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে পুরস্কার বিতরণ, প্রাক্তন ছাত্র পুনর্মিলন গত ৬ এবং ৭ জানুয়ারী উদ্‌যাপিত হয়। ৬ জানুয়ারী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পঃ বঃ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা অতীশচন্দ্র সিংহ, সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ডঃ স্বরজিৎ চক্রবর্তী, প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পঃ বঃ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যানমন্ত্রী পার্থ দে, বিশেষ অতিথি ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ সভাপতি নৃপেন চৌধুরী, জেলা শাসক সৌরভ দাস প্রমুখ। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা মাঘ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

।। সম্ভাবনা ।।

কলিকাতায় কনফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীজ-এর শীর্ষ সম্মেলন হইয়া গেল। ইহা একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে নানা দেশের প্রতিনিধি, শিল্পপতি প্রভৃতি যোগদান করেন। প্রধন অতিথি হিসাবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার ২৫ মিনিটের ভাষণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এই উপলক্ষে 'পশ্চিমবঙ্গ—উদীয়মান বাণিজ্য সম্ভাবনা' শীর্ষক একটি আলোচনা হইয়াছিল। সম্মেলনে 'অবাধ' ও 'নিয়ন্ত্রণমুক্ত' অর্থনীতির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এইরূপ অর্থনীতির জন্য পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবিকাশ দ্রুত হইতেছে বলিয়া এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন। পূর্বে শিল্পের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও বিধি-নিষেধযুক্ত অর্থনীতি লইয়া যথেষ্ট মাতামাতি হইয়াছিল। ইহার প্রবক্তারা বর্তমানে সুর বদলাইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের ক্রমক্ষীয়মাণ শিল্পাবস্থা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সি আই আই সম্মেলনের ফলে যদি সুদিনের মুখ দেখে, যদি শিল্পোৎপাদনে পরিকাঠামোগত উন্নতি হয়, তবে এই রাজ্যবাসী যথেষ্ট স্বস্তিলাভ করিবেন। একদা শিল্পে উন্নত এই রাজ্য এখন অনেক নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যান্য রাজ্য সেখানে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। নানা কারণে উৎপাদন মার খাইয়াছে। উপরন্তু বাজার সঙ্কুচিত হইয়াছে। অবাধ ও নিয়ন্ত্রণ মুক্ত অর্থনীতি এই বাজারের উন্নতি করিবে বলিয়া মনে করা হইতেছে।

তবে সি আই আই-এর শীর্ষ সম্মেলনকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতার অঞ্চলবিশেষকে যেভাবে নবযৌবনসম্পন্ন করা হইয়াছে, তাহাতে সারা দেহের ক্ষীণ স্বাস্থ্য উপেক্ষা করিয়া শুধুমাত্র মুখমণ্ডলে নানা প্রসাধনের অবলেপন করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়াছে। বিদেশের অতিথিদিগকে নগরীর ক্ষুদ্র অংশের চাকচিক্য দেখান হইলেও আসল চিত্র অর্থাৎ কলিকাতা নগরীর দুর্দশাগ্রস্ত রাস্তা কাহারও অগোচরে রহিবে বলিয়া মনে হয় না। আর এই প্রসাধনী ব্যবস্থায় যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা কম নহে। তবু সান্ত্বনা থাকে, যদি উক্ত নবীকৃত রাস্তাগুলির বর্তমান অবস্থা বজায় রাখার বন্দোবস্ত থাকে এবং অন্যান্য রাস্তা একে একে তাহাদের হৃতযৌবন ফিরিয়া পায়। সরকার এই দিকে নজর দিলে এই রাজ্যবাসীর শান্তি-স্বস্তি লাভ হয়।

গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তির ফলে কলিকাতা ও হলদিয়া বন্দরের ভবিষ্যৎ কতখানি উজ্জ্বল, তাহা বলা যায় না। খবরে প্রকাশ যে, দক্ষিণ ২৪-পরগণায় কুলপিতে একটি ক্ষুদ্র বন্দর নির্মাণের প্রকল্পের কথা ভাবা হইতেছে। হয়ত কলিকাতার কথা চিন্তা করিয়াই এইরূপ করা হইতেছে। তবু ইহাতে অনেকে সংশয়াপন্ন হইতেছেন। সে ক্ষেত্রে রাজ্যের শিল্পসম্ভাবনা তথা বাজারের সুবিধালাভ ও অবাধ নিয়ন্ত্রণ মুক্ত অর্থনীতির ফললাভ একটি প্রহসনমাত্র হইবে বলিয়া অনেকের ধারণা।

ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলে জানা যায়। এখন কোন ম্যানেজার থাকবেন না। সভাপতি ও সম্পাদক প্রধান দায়িত্বে থাকবেন বলে জানান হয়। অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মত বিভিন্ন আমানত প্রকল্পও সোসাইটিতে থাকবে। আমানতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের থেকে ½% সুদ বেশী দেওয়া হবে। বেকার যুবকদের স্বনিযুক্তি প্রকল্পে অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে। মহকুমা শাসক তথা প্রধান অতিথি বলেন—আমার মহকুমায় এই সোসাইটি দ্বিতীয়। গত মাসে ধুলিয়ানে আর একটি আরবান ক্রেডিট সোসাইটি খোলা হয়েছে। এর ফলে এলাকার মানুষেরা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের থেকে বেশী সুযোগ সুবিধা পাবেন। এছাড়া এই সোসাইটির টাকায় এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করারও সুবিধা হবে। জেলা কোঃ অপাঃ ব্যাঙ্কের সম্পাদক সমীর দত্ত বলেন—সমবায় ব্যাঙ্ক অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে ভাল কাজ করতে পারে। বরং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির টাকা এলাকার বাইরে চলে যায়, কিন্তু সমবায় সোসাইটির টাকা এলাকার উন্নয়নে ব্যবহার করা যায়। স্থানীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পুষ্পিতারঞ্জন মুখার্জী বলেন—বর্তমানে শহরের ২০টি ওয়ার্ড নিয়ে কাজ হবে। এই সোসাইটি কোন চিট ফাণ্ড নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল বলেন—সমবায় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে অনেক বেশী অনুভূত হওয়া উচিৎ। পারস্পরিক লেনদেনই হচ্ছে সমবায়ের ভিত্তি। জেলা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সভাপতি শেখর সাহা বলেন—যাঁরা দক্ষ ও পরিশ্রমী তাঁদেরকে এই সোসাইটি ঋণ দিয়ে সাহায্য করবেন। মানুষের রুজি-রোজগারে পশুপালন, কৃষি, মৎস্য চাষ, মাশরুম চাষ প্রভৃতিতে পুঁজির ব্যবস্থা করে দেবে সোসাইটি। পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বলেন অনেকে সন্দিহান হয়ে প্রশ্ন করছেন এই

নেতাজী জন্মশতবর্ষ

রঘুনাথগঞ্জ : আজ ১২ জানুয়ারী মহকুমা শাসক দপ্তরে এক সভায় নেতাজীর জন্মশতবর্ষ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঐ দিন সকাল ১০টায় শোভাযাত্রাসহকারে বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন, বিদ্যালয়, রাজনৈতিক দল শহর পরিক্রমা করে মহকুমা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ঐ দিন শহরবাসীকে দুপুরে নেতাজীর জন্মক্ষণে শঙ্খধ্বনি করে ও সন্ধ্যায় সমস্ত বাড়ী, প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কার্যালয়গুলিকে আলোকমালায় সজ্জিত করার আহ্বান জানান মহকুমা শাসক।

হারাইয়াছে

আমার স্বামী ৺সামাউন সেখ (পিতা ৺নাজেদ সেখ) সাং আহিরণ, মুর্শিদাবাদ। বিগত ২-৪-১৯৯৩ গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, জঙ্গিপুর শাখায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার একটি এ্যাকাউন্ট (RIP/1557/78/93) করেছিলেন। স্ত্রী হিসাবে যার নমিনি আছি আমি। উক্ত এ্যাকাউন্টের সার্টিফিকেটটি হারিয়ে গেছে যদি কেউ পেয়ে থাকেন, তবে নিম্ন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আসমিনার বেওয়া
পিতা ৺খোরসেদ সেখ
পোঃ আহিরণ (মুর্শিদাবাদ)

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগরে ফৌজদারী কোর্ট সংলগ্ন বাসোপযোগী সাড়ে চার কাঠা জায়গা বিক্রী আছে। যোগাযোগ করুন।

মৃদুলা দাস, C/o. পঙ্কজকুমার দাস
॥ পিতৃ স্মৃতি ॥
গৌড় রোড, পোঃ মকদমপুর (মালদা)

নববর্ষের
সাদর সম্ভাষণ জানাই—
এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দিতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার
অসিত বারিক, রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

সোসাইটি আবার একটা চিট্ ফাণ্ড হয়ে উঠবে কিনা? তাঁদের বলি এটা চিট্ ফাণ্ড নয়। এই সমবায়ে তাঁদের লগ্নী সুরক্ষিত থাকবে। তিনি আরো বলেন—সংশয়, অপপ্রচার ভ্রান্তি বিভ্রান্তি তো থাকবেই। আমরা তা আমাদের কাজের মধ্য দিয়েই দূর করবো।

অথ জলচিকিৎসা কথা

আনন্দগোপাল বিশ্বাস

কমলাকান্তের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে আমি এখন ভালই আছি। বেশ ঘুম ঘুম ভাব—তুরীয় আনন্দে কল্পনার জগতে ভেসে বেড়ান—নিজের মনে কত ভাল ভাল কথা ভাবা! আমি ভাল আছি—বেশ ভাল আছি। অথচ দেখ দুর্মুখেরা বলে আমি নেশাখোর, অহিফেন সেবন করি, মাথার ঠিক নেই! তা' বলুক, আমি কারো কথায় মনে কিছু করি না! ক্ষমাই পরমধর্ম, আমি সকলকে ক্ষমা করে দিই! তা এই ভাল থাকা অবস্থায় একদিন গোঁফওয়ারা দাদুর সাথে দেখা। আমার সেই দাদু—দাদাঠাকুর! 'এই যে বাঁদর! তোকেই আমি খুঁজছিলাম!'—দাদু সেই ছোটবেলা থেকেই ঐ ভাবেই আমাকে সম্বোধন করেন! এখন আমি বড় হয়েছি বুড়ো হয়েছি! একদিন প্রতিবাদ করে বলেছিলাম, 'দাদু আর আমাকে বাঁদর বল না! আমার এখন বয়স বাড়ছে না!' তা দাদু বলেছিলেন বাঁদর! তোর যদি একদিন বয়স বাড়ে—সেদিন আমারও একদিন বয়স বাড়ে! তা তোকে বরং এখন থেকে 'ধাড়ি বাঁদর বলব!'

আমি অনেক অনুনয় বিনয় করে বলেছিলাম, 'দোহাই দাদু! আর বিশেষণ বাড়িও না ঐ বাঁদরটুকুই থাক।'

গোঁফের ফাঁক দিয়ে একটু হাসি ফুটে উঠেছিল, ঠিক আছে বলছিস যখন!'

এ হেন দাদু আমাকে খুঁজছেন, আমি অবাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। দাদু বললেন 'হাঁ তোকেই খুঁজছি। তোকে আমার কম্পাউণ্ডার হ'তে হবে।—''কম্পাউণ্ডার তোমার! তুমি আবার ডাক্তার হ'লে কবে?'

—'দেখ ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করবি না। আমার সাথে আয়।'

গেলাম দাদুর সাথে, দেখলাম দাদুর নামের পাশে লেখা রয়েছে 'পেট রোগ বিশেষজ্ঞ!' বললাম, 'এ কি রকম ডাক্তারি দাদু! শুধু পেট রোগ বিশেষজ্ঞ!'

'শোন যারা স্পেশালিষ্ট হয় তারা শুধু একটা দিকেরই চিকিৎসা করে! এত দেখছিস বুঝিস না কেন! দেখছিস না স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ—শুধু স্ত্রী লোকেরই চিকিৎসা করেন, পুরুষ সম্বন্ধে তাঁরা অনভিজ্ঞ, তেমনি শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ,—নাক, কান, গলা, দন্ত, হার্ট, ভেনেরয়াল ডিজিজ'—

দাদুকে বাধা দিয়ে বললাম, 'বুঝেছি বলতে হবে না! তবে তুমি ডাক্তার হ'লেও আমি তো কম্পাউণ্ডারী কিছু জানি না!'

—থাম তোকে তা জানতে হবে না! আমি যা প্রেসক্রিপশনে লিখে দেব তুই শুধু তাই সাপ্লাই করবি। যেমন ধর আমি লিখব 'একগ্লাস'। তুই তাকে একগ্লাস খাইয়ে দিবি, আবার কালকে আসতে বলবি। যদি লিখি 'এক বালতি'—তাকে তুই বাড়ী থেকে বালতি নিয়ে আসতে বলবি এবং বালতি নিয়ে এলে তাকে এক বালতি দিয়ে দিবি, সকাল সন্ধ্যায় একগ্লাস করে খেতে হবে বলে দিবি!

—দাদুর এ হেন কথায় দুঃখ পেলাম। 'ছিঃ শেষ বয়সে তাড়ির ব্যবসায়!'

—দাদু হেসে বললেন, 'তুই বাঁদরই থেকে গেলি—তার বেশী কিছু হ'তে পারলি না।'

আমার রাগ হল, বললাম, 'তাহলে তো তোমার মত সুগ্রীব কিংবা বালি হতে পারতাম।' দাদু আমার কানটা মুলে দিয়ে বললেন, 'ওরে বাঁদর—তাড়ি নয় রে—এ হ'ল জল ও পারের জল!

আমার দু'চোখ বড় হয়ে গেল! ঢোক গিলে বললাম 'জল! তুমি জল বিক্রয় করবে?'

—দূঃ! জল কন হবে রে—এর নাম জল চিকিৎসা! ওপারের ব্লিচিং পাউডার, ক্লোরিন মেশানো পরিশোধিত জল খেলে পেটের সব অসুখ ভাল হবে। দেখছিস না ওপারের সব মানুষের শরীর স্বাস্থ্য কেমন পাল্টে গেল অল্পদিনে। চব্বিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি এখন বিয়াল্লিশ, জেলাশ্রী হোক রাজ্যশ্রী, ভারতশ্রী এমন কি বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতায় যাবার জন্য অনেকেই প্রস্তুত হচ্ছে। চাই কি শেষমেশ হয়ত ব্রহ্মাণ্ডশ্রী প্রতিযোগিতাতেও চলে যাবে। মেয়েরা তো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে সবাইকে, নিয়ে আসবে 'মিস্ ইউনিভার্স' —'মিস্ ওয়ার্লড' খেতাব! উঃ কি আনন্দ যে হচ্ছে না! আর এপারের সকলে রোগী, পেট রোগা, পুরাতন আমাশয়ে ভুগছে কম বেশী সবাই, তার সাথে রয়েছে অম্বলের দোষ, হজমের গণ্ডগোল, পেট ব্যথা! আহা! কি করুণ অবস্থা! আমি এদের সবাইকে সুস্থ করে তুলব।'

অতএব আমি দাদুর কম্পাউণ্ডারীতে বহাল হয়ে গেলাম। লোক দিয়ে ওপার থেকে পরিশোধিত জল নিয়ে এসে গুদামজাত করি, দাদুর প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী আমি জল সাপ্লাই করি। গ্লাস-বালতি-কলসী যেমন আদেশ পাই। দেখলাম অনেকে সুস্থ হচ্ছে! একটু সুস্থ হলে কিছু অর্থ শুষে নেবার পর সবাইকে দাদু হাওয়া বদলাতে ওপারে যাবার উপদেশ দিতে শুরু করলেন। কিন্তু এতে বিপরীত ফল হল, কিছুদিন পর এপারের অনেকেই ওপারে জায়গা কিনতে শুরু করল, ফলস্বরূপ ওপারের জমির দাম হু হু করে বাড়তে শুরু করল। আর এপারের জমির দাম পড়ে গেল—এমন অবস্থা যে বিনা পয়সায় দিলেও নেওয়ার লোক পাওয়া ভার! রোগী-পত্তর দিনকে দিন কমে যেতে শুরু করল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অনেকেই ওপার থেকে জল এনে খেতে শুরু করল। এপারের পড়ে থাকা জলে 'অ্যামিবার' বাচ্চাগুলো বংশবৃদ্ধি করে চলল।

দাদু একদিন বললেন 'শোন—এপারের ব্যবসা তো লাটে উঠল—ওপারে একটু জায়গা কিনে নিই কি বলিস!

'জায়গা তুমি কিনতে পার দাদু—কিন্তু পেট রোগী তো ওপারে পাবে না, কাজেই তোমার ঐ জল চিকিৎসা ওপারে চলবে না!

'কথাটা ঠিকই বলেছিস, ভাবিয়ে তুললি!' দাদু চোখ বুঁজে ভাবতে থাকেন!

হঠাৎ প্রসন্ন গোয়ালিনীর কণ্ঠস্বর—দুধটা নাও গো ঠাকুর!'

ফিরে এলাম এ জগতে, বললাম, 'হাঁরে প্রসন্ন! তুই আবার দুধ খাওয়ালি করে বলত?—তোর দুধে তো সবই জল! তা তোর ঐ এপারের জল দেওয়া দুধের বদলে আমাকে একঘটি করে ওপারের জল এনে দিস না,—তোকে আমি দুধের দামই দেব।'

প্রসন্ন মুখ ঝাপটা দিয়ে বলল, 'মরণ আর কি! বুড়ো হচ্ছে—আর দিন দিন ভীমরতি ধরছে! নেশাটা একটু কম কর ঠাকুর!

কোন রকমে চোখ মেলে দেখলাম প্রসন্ন চলে গিয়েছে!

সাধক সুফি আবদুল গণির তিরোধান উপলক্ষ্যে উরুস মুবারক

অরঙ্গাবাদ: সুতী থানার ইংলিশ গ্রামে গত ৬ জানুয়ারী সাধক সুফী সুখ-শান্তি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল গণির চতুর্থ তিরোধান বর্ষ উপলক্ষ্যে উরুস মুবারক হয়। এই উৎসবে গরীব দুঃখীকে ভোজন ও বস্ত্র দান, ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিক আলোচনা, মাজারে চাদর প্রদান এবং মাহফিলে মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বহু দর্শক সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় এই উৎসবে।

শ্রীমা শিল্প নিকেতনের জনকল্যাণ কর্মসূচী

রঘুনাথগঞ্জ: গত ২৯ ডিসেম্বর বিজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে শ্রীমা শিল্প নিকেতনের ১০০ জন ছাত্রছাত্রী জঙ্গিপুর হাসপাতাল সুপারের উপস্থিতিতে হাসপাতাল সাফাই কাজে যোগ দেন। এই শিল্প নিকেতন ২৫ জন প্রতিবন্ধী যুবক-যুবতীর কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় বন হুগলী হাসপাতালে ৫ মাসের জন্য থাওয়া থাকা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেন বলে জানা যায়। আগামী ফেব্রুয়ারীতে কলকাতা বেলেঘাটার কেন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী সংস্থা শ্রীমা শিল্প নিকেতনের উদ্যোগে জঙ্গিপুর হাসপাতাল মাঠে ২ দিনের প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সাহায্য শিবির করবেন। মহকুমার ৫৪ জন প্রতিবন্ধীকে ৬,৫০০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হবে ব্যবসা করার জন্য। এই সংস্থা ৮ মাসের জন্য ৩০ জন অল্পশিক্ষিত ছেলেদের বিনা খরচে মেকানিক্যাল ট্রেনিং দেবেন এবং ৪০ জন প্রতিবন্ধীকে যন্ত্রপাতিও কিনে দেবেন বলে জানা যায়।

বহরমপুর প্রধান ডাকঘরে কম্পিউটার চালু হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর : গত ২৩ ডিসেম্বর পঃ বঃ সার্কেলের চীফ পোষ্টমাষ্টার জেনারেল এস. কে, আচার্য্য বহরমপুরের নতুন পোষ্ট অফিস ভবনের উদ্বোধন করলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রমথেশ মুখার্জী, বিধায়ক মায়ারাণী পাল প্রমুখ। চীফ পোষ্টমাষ্টার জেনারেল তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন জেলার এই মুখ্য ডাকঘরে উন্নত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটার বসিয়ে ডাক পরিষেবাকে উন্নতমানে পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো। জনসাধারণের প্রশ্ন—যত সুবিধাই দেওয়া হোক ডাক-পরিষেবার সবচেয়ে যেটা বড় কাজ চিঠি ও ডাকের মাল বিলির কোন সুব্যবস্থা এর দ্বারা হবে কি? ডাক বিলিতে যে অভাবনীয় বিলম্ব বর্তমানে হচ্ছে তা দূর করার দিকে দৃষ্টি দিতে জনসাধারণ মুখ্য ডাক কর্তার নিকট আবেদন জানাচ্ছেন।

বোমায় নৃশংসভাবে হত্যা (১ম পৃষ্ঠার পর)

বাড়ী ভাড়া করে বাস করতে থাকে। গণ্ডগোল থামাতে পুলিশ সেই সময় থেকে নানকার বাড়ীতে ক্যাম্প বসায়। সীতানাথের খুনের খবর পেয়ে পুলিশ নানকার গ্রামের বাড়ীতে হানা দিয়ে বাড়ী-ঘর ভাঙচুর করে ও জঙ্গিপুরের ভাড়া বাড়ীতেও চড়াও হয়। নানকাকে পাওয়া যায় না। স্থানীয় কংগ্রেস কালু খাঁর নেতৃত্বে এই ঘটনার প্রতিবাদে ও সিপিএমের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে ১১ জানুয়ারী ৩৪নং জাতীয় সড়ক অবরোধ ও ১৩ জানুয়ারী ১২ ঘন্টার জঙ্গিপুর বন্ধ-এর ডাক দেয়। পুলিশ প্রধান আসামী নানকা ও তার এক অনুগামীকে গ্রেপ্তার করলে বন্ধ বাতিল করা হয়।

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই *কোবরা* ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৮০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস (১ম পৃষ্ঠার পর)

৭ জানুয়ারী বিশেষ আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় "নেতাজী ও ভারতীয় যুব সমাজ"। এই আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেন পঃ বঃ সরকারের সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, খাদ্যমন্ত্রী কলিমুদ্দিন সামস, পঃ বঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব অধ্যাপক উজ্জ্বল বসু, জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক নিত্যগোপাল ভর প্রমুখ। উভয় দিনই সন্ধ্যায় বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। অংশগ্রহণ করেন পঃ বঃ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা, বহরমপুরের নান্দনিক এবং রঘুনাথগঞ্জের বলাকা নাট্যগোষ্ঠী।

কেটে নিচ্ছে বলে অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

ফসল লুটের ঘটনা চলছেই। অগত্যা সংযুক্ত কিষান সভার নেতৃত্বে প্রদীপ নন্দী, অনিল মণ্ডল, জাগ্রত রায় ও সুজিত বসু প্রমুখ সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত মহলে জানিয়ে ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেন। সংযুক্ত কিষান সভা অবিলম্বে এই বর্বরোচিত মধ্যযুগীয় লুঠ-পাঠের ঘটনা বন্ধ করার দাবী জানিয়ে সম্পাদক জিয়াউর রহমান এবং চাষী সংগ্রাম কমিটি পক্ষে সম্পাদক বাবর আলীর নেতৃত্বে একটি স্মারকপত্র এসডিওর হাতে দেন ও ফসল লুঠ বন্ধ না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনের কথা এসডিওকে জানান।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—*ডাঃ সাহা*
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু. টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালেসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনসট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফাষ্ট-এড বক্স এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।
বিঃ দ্রঃ— হারনিয়াল বেল্ট, এল এস বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভ্যাকুয়াম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

2 YEARS WARRANTY

WEBEL NICCO TV

Dealer :
Bharat Electronics
Raghunathganj ✪ Phone : 66-321
Sengupta Elcetronics
Raghunathganj, Murshidabad